দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 04 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষার সর্বত্র বিএনপি-জামায়াত জোট সমর্থকরা বহাল তবিয়তে

উপদেষ্টার আশু হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় নির্দলীয় শিক্ষক পেশাজীবীরা

ইনকিলাব রিপোর্ট

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায়ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও বোর্ডগুলো বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সমর্থকদের দখলে। জোট সরকারের অবসান এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রায় সকল মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর ও বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঘটেছে বিপরীত। জোট সরকারের দলীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রেখে দেয়ায় সুবাদে ওই সময়ে এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় বিএনপি-জামায়াত সমর্থকরা বহাল শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৮-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষার সর্বত্র বিএনপি-জামায়াত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইয়াজউদ্দিনের মেয়াদে অতি পরিকল্পিতভাবে বিগত জোট সমর্থকদের ভেতর থেকে আত্মীয়স্বজনদের বিশেষ বিশেষ এসাইনমেন্ট দিয়ে পদায়ন করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে। সিনিয়রিটি ও বেতন স্কেলের হিসেবেও যারা জুনিয়র কিন্তু দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিশীল তাদের ভেতর থেকেই নিয়োগ/পদায়ন করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল ও মাদ্রাসা বোর্ডের শীর্ষ পদগুলোতে। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলির ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা সচিবের এলাকার বা উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলেও প্রমাণ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস ছালাম পিন্টু, সাবেক শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলামের নির্দেশনায় বর্তমান শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে সাবেক জোট সরকারের কট্টর সমর্থক খ্যাত সচিব মোমতাজুল ইসলামের কয়েক দফা বদলির আদেশ জারির পরও বিশেষ মহলের ওকালতিতে তা আবার স্থগিত করতে হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও।

অপরদিকে সাবেক জোট সরকারের মেয়াদে এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ পদে নিয়োগ ভাগিয়ে জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের সাথে ভাগ- বাটোয়ারার ভিত্তিতে যেসব ব্যক্তি অনিয়ম-দুর্নীতির রেকর্ড গড়েছেন তাদের রক্ষাকবজ হিসেবে কৌশলী ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন স্থানে বিএনপি-জামায়াতের নীতিনির্ধারক ও সাবেক মন্ত্রী-সচিবদের সাথে বর্তমান শিক্ষা সচিব গোপন বৈঠক করছেন বলেও ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। অনিয়ম- দুর্নীতির তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিগত সরকারের নীতিনির্ধারকেদের লবিং-তদবিরে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম ও যশোর শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা অধিদপ্তরের চিহ্নিত ব্যক্তিরা রয়েছেন বহালতবিয়তে। একই চিত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী, রাজশাহী, শাহজালাল, মাওলানা ভাসানী, হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারারদের ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্যপ্রমাণ সত্ত্বেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। এমনতর পরিস্থিতিতে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত নির্দলীয় পেশাজীবীদের ভেতর হতাশা নেমে এলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে সৎ নিষ্ঠাবান সাবেক সচিব আইনুন কাদরী দায়িত্ব গ্রহণ করার পর গতকদিন হলো শিক্ষাখাত দলীয় প্রভাবমুক্ত হওয়ার আশা সঞ্চারিত হয়েছে। দ্রুত শিক্ষাখাতকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে এখাতে বিরাজমান অচলাবস্থা দূর করতে বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা সক্ষম হবেন বলে নাম না প্রকাশ করার শর্তে বেশ ক'জন সাবেক আমলা, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক নেতা আশা প্রকাশ করেছেন।